জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার(৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল দশটার দিকে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ অধ্যক্ষ মোছাঃ রিতা পারভীনের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোঃআল আমীন, জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ উপাধ্যক্ষ মোঃ শামসুর রহমান, ম্যানেজিং কমিটি ও আল নূর ফাউন্ডেশনের সদস্য বৃন্দ।

এর আগে জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অতিথিদের প্যারেড পরিদর্শন, শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ও বেলুন উড়িয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“এসো দেশ বদলায় পৃথিবী বদলায়”এই স্লোগানকে সামনে রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের আয়োজনে স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষকা মোছাঃ ফাহমিদা রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল।

এসময় তিনি বলেন, তারুণ্যের উৎসব মূলত তরুণদের ভূমিকাকে ফোকাস করা হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি তারুণ্য বা তরুণ বয়স আসলে কী? তারুণ্য হল ছলছলে চনমনে বয়স, খেলাধুলার বয়স, লেখা পড়ার বয়স, আমি আশা করব আমার সামনে উপস্থিত প্রতিটি তরুণ তরুণী আজকে যে শপথ বাক্য পাঠ করল এর মাধ্যমে ভালো পথে থেকে নিজের জন্য এবং দেশের জন্য ভালো কিছু করে সমাজ এবং নিজের পিতা মাতার মূখ উজ্জ্বল করবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস,এম বজলুর রহমান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা আহ্বায়ক কমিটির মুখপাত্র তামান্না খাতুন, যুগ্ন- আহবায়ক সিরাজুম মনিরা, সহকারি সিনিয়র শিক্ষিকা নূর জাহান খাতুন, সহকারি সিনিয়র শিক্ষক ইমদাদুল হক, বিপুল কুমার, আবু বক্কর,সহকারী শিক্ষিকা সীমা সুলতানা, রুহানি আক্তার, ফাহারিয়া খাতুন, সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ মনসুর, রফিক উদ্দিন, আক্তার হোসেন, হারুন অর রশিদ, মিকাইল হোসেন প্রমুখ।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের আয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক সদস্যবৃন্দ দিনব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া ও অ্যাথেলেট, সাংস্কৃতিক, কেরাত, হামদ নাত,দেশাত্মবোধক গান এবং মুক্তযুদ্ধভিত্তিক যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্যতা মেলে ধরেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সহকারী শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক।

কুষ্টিয়ায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান বলেছেন, ভালো মানুষ এবং সুনাগরিক হতে হলে পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

মঙ্গলবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় আয়োজিত তারুণ্য উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চা উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা যেমন রাখে, তেমনি শিশুদের শরীর ও মনকে সতেজ রাখে।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) শামীমা আখতার জাহানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো: মিজানুর রহমান ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মুন্সী কামরুজ্জামান।

এর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দলীয় সঙ্গীত এবং মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও যেমন খুশি তেমন সাজো অনুষ্ঠানে ২০২৪’র জুলাই অভ্যুত্থানের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়।

ক্রীড়া পরিচালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম, সাইদুল ইসলাম। প্রতিযোগিদের বিস্কুট দৌড়, দৌড়, পোষাক পরিধান দৌড়, চামুচ মুখে দৌড়, মোরগ লড়াই, লাফদড়ি খেলা, এক পায়ে দৌড়, গোলক নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, হ্যানৃড বল, ব্যাডমিন্টন বালিশ বদলসহ মোট ৭০টি ইভেন্টে ৭০০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন রং বেরঙ্গের

বেলুন ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়।

মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াতে অবদান রাখা ২৫ জন সংবর্ধিত

অরণি চিলড্রেন্স থিয়েটারের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে ‘শিশুর জন্য নিরাপদ মাতৃভূমি গড়ার প্রত্যয়’ এই স্লোগান সামনে নিয়ে শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতি চর্চায় অনুপ্রাণিত করতে শিশু-কিশোর সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও শুভেচ্ছা সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে শিশু কিশোর সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর কৃতি সংস্কৃতিক শিল্পী ও ক্রীড়াঙ্গনে অবদান রাখা শিশু-কিশোরদের হাতে সম্মাননা স্মারক হাতে তুলে দেয়া হয়।

সাংস্কৃতিক ও শুভেচ্ছা সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা থেকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সংস্কৃতি ও ক্রীড়াতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ৭ জনসহ মোট ২৫ জন শিল্পীর হাতে সম্মাননা স্মারক ও ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

অরণি থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবেরের সঞ্চালনা এবং সাধারণ সম্পাদক আতিফ স্বপনের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সহ সভাপতি আলী রেজা,নুরুল আহমেদ সদস্য সুলতানা রাজিয়া, শাশ্বত, নিপ্পন, মাহবুবুল হক মন্টু প্রমুখ।

মেহেরপুরের ক্রীড়া সংস্থা কি জবাব দিবেন ?

৯ম বাংলাদেশ গেমসে মেহেরপুর জেলা নেই কেন? এ প্রশ্নের জবাব কে দিবেন? জেলা ক্রীড়া সংস্থা কি এ দায় এড়াতে পারবেন। প্রাণের মেহেরপুর, যে মেহেরপুর স্বাধীনতার তীর্থ স্থান। স্বাধীনতার ৫০ বছরে সূবর্ণজয়ন্তী পালন করছে জাতী।

সূবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে ৯ম বাংলাদেশ গেমস চলমান। ৯ম বাংলাদেশ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের সব জেলা অংশ নিলেও মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়নি। মেহেরপুর লেখা ব্যানারটিও মাটিতে পড়ে ছিল। মেহেদী নামের মেহেরপুরের এক বাস্কেটবল খেলোয়াড় এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে ব্যানারটি নিয়ে নিজেই একটি ছবি তুলেছেন। ছবি তুলে তিনি মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা নামের একটি ফেসবুকে আবেগঘন একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যে স্ট্যাটাস তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন গতকাল শনিবার একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। যা মেহেরপুরের ক্রীড়া কর্তাদের প্রতি বিরুপ ধারণা তৈরি হয়েছে। কেন মেহেরপুর কোন খেলায় অংশ নেয় না। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা কি জবাব দিবেন। এটি কি লজ্জার নয় তাদের জন্য।

মেহেদী তার স্ট্যাটাসে বিষয়টি গুরত্বসহকারে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, আমার এই ১৩ বছর খেলাধুলার ক্যারিয়ারে জাতীয় পর্যায়ে কোথাও খুঁজে পায়নি আমার মেহেরপুর জেলাকে। হাতে গোনা কয়েকজন আছে যারা বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছে। তাও আবার সে ভালো কিছু করলে নাম হয় বিকেএসপির। একমাত্র ইমরুল কায়েস ভাই কিছু করলে নাম হয় মেহেরপুর জেলার। কিন্তুু ইমরুল কায়েস ভাইকে দিয়ে আর কতদিন। আমার মেহেরপুর জেলার সকল মানি গুনি এবং খেলাধুলা প্রেমিদের কে বলবো এখনো সময় আছে সামনে তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে প্রতিটা খেলার আয়োজন করুন প্রতিটা খেলার জন্য জায়গা তৈরী করুন বাদ যাবেনা একটা খেলাও। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, এ্যথলেটিকস, সাঁতার, বাস্কেটবল, ভলিবল, কাবাডি, হ্যাণ্ডবল সবগুলো খেলা থাকবে। বাংলাদেশের যে কোন খেলা হোক না কেন সবার আগে আগে থাকবে আমার মেহেরপুর জেলার নাম।

মেহেদীর সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও আশা করবো যে কোন খেলায় যেন মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা এ বিষয়টি

বিবেচনায় নিবেন। পরবর্তীতে এ লজ্জা থেকে মেহেরপুর জেলাকে রক্ষা করবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি।

মেহেরপুরে ক্ষুদে ক্রিকেটার বাঁছাইয়ের লক্ষে কার্যক্রম শুরু

দেশব্যাপী ক্ষুদে ক্রিকেটার বাছাইয়ের লক্ষে ট্যালেন্ট হান্ট কার্যক্রম ১ম পর্ব মেহেরপুরে বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেছেন জেলা ট্যালেন্ট হান্ট কার্যক্রমের ভলেন্টিয়ারা।

আজ সোমবার বিকালে পৃথক ভাবে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি ও জেলা শিক্ষা অফিসার শাহিন আক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করেন ভলেন্টেয়িাররা। এসময় জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট ট্যালেন্ট হান্ট কার্যক্রমের জার্সি হস্তানর করেন প্রতিনিধি দল।

ট্যলেন্ট হান্ট কার্যক্রমের আঞ্চলিক প্রতিনিধি এসএম মুজাহিদ আল মুন্নার নেতৃত্বে অন্যদের মধ্যে জেলা ভলেন্টিয়ার আতিক স্বপন, ভলেন্টিয়ার এজেডএম তৌহিদুল আজম, শাব্বির হোসেন শিশির, আব্দুল মান্নাফ, মেহেদী হাসান শিমুল উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় ট্যালেন্ট স্পোর্টস লিমিটেড এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।